আজকের কাগজ

তারিখ 22 NOV 1992
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে ২৫ হাজার শিক্ষক ক্ষতিগ্রস্ত

❑ ১৮ বছর পর বেতন থেকে টাকা কর্তনের নির্দেশ

❑ শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিপাকে

মাকসুদ চৌধুরী-ঃ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে কর্মরত বিএড ও এমএড ডিগ্রীধারী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিম্নতর বেতন স্কেলে নামিয়ে দেয়া ও উচ্চতর স্কেলের প্রদেয় অতিরিক্ত অর্থ কেটে নেয়া সংক্রান্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত কর্মরত শিক্ষকদের মধ্যে চরম হতাশা ও ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে।

জানা গেছে, স্বাধীনতাউত্তরকালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকরি সরকারিকরণের পর থেকে বিএড ও এমএড ডিগ্রীধারীদের উচ্চতর বেতন স্কেল দেয়া হচ্ছিলো। এমনকি প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যে বিএড ও এমএড ডিগ্রী গ্রহণেচ্ছুদের বিশেষ ছুটিসহ পূর্ণ বেতন প্রাপ্তির সুবিধা দেয়া হতো। বর্তমানেও প্রতিবছর গড়ে ৪শ' জন শিক্ষক-শিক্ষিকা এই সুবিধা পাচ্ছেন।

সূত্রমতে, প্রাথমিক শিক্ষকতায় শিক্ষিত যুবকদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে পিটিআই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের পাশাপাশি বিএড ও এমএড ডিগ্রীধারীদেরও সহকারী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। গত ১৯ বছর ধরে তারা উচ্চতর বেতন স্কেলের সুবিধা পেয়ে আসছেন।

জানা গেছে, প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগবিধি ১৯৭০ অনুযায়ী উচ্চতর বেতন স্কেল পাওয়ার জন্যে প্রশিক্ষণের শর্ত যোগ করা হয়েছে। যেখানে এসএসসি প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের উচ্চতর বেতন স্কেল দেয়ার সুপারিশ রয়েছে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এই প্রশিক্ষণ শব্দের আওতায় বিএড ও এমএড দের সংযুক্ত করা হয়।

কিন্তু দীর্ঘ ১৮ বছর পর গত জুলাই মাসে অর্থ মন্ত্রণালয় হিসাব নিয়ন্ত্রকের বরাবরে এক চিঠির মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যে পিটিআই প্রশিক্ষণ ছাড়া উচ্চতর বেতন স্কেল দেয়া যাবে না বলে আদেশ জারি করে। অর্থ মন্ত্রণালয় ঐ চিঠিতে দীর্ঘদিন ধরে পিটিআই প্রশিক্ষণ ছাড়া যারা উচ্চতর বেতন স্কেল পেয়ে আসছে তাদের বেতন থেকে হিসেব অনুযায়ী টাকা কর্তনের নির্দেশ দেয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্রমতে, এ রকম চিঠি দেয়ার আগে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে কিছু জানানো হয়নি। ইতিমধ্যে বিষয়টি সম্পর্কে মন্ত্রণালয় অবগত হয়েছে ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বিষয়টি আলোচনার উদ্যোগ নিচ্ছে। নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তা বলেন, বিষয়টি রীতিমতো বিব্রতকর। কারণ গত ১৮ বছর ধরে শিক্ষকরা এই বেতনস্কেল পেয়ে আসছেন। কিভাবে এবং কি পদ্ধতিতে হয়েছে তা খুঁজে বের করার চেষ্টা হচ্ছে। তিনি অবশ্য সমাধানের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এমন একজন শিক্ষক বিষয়টি অপমানজনক ও লজ্জাকর আখ্যায়িত করে বলেন, অনেকের পক্ষেই চাকরি ছেড়ে দেয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। তিনি বলেন, এর ফলে রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে প্রায় ২৫ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা ক্ষতির সম্মুখীন হবেন। তাছাড়া প্রাথমিক শিক্ষকতার ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষিতরা আগ্রহ হারাবেন।